প্রবন্ধ

ইনসাফই সামাজিক নিরাপত্তার চাবিকাঠি

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু তার এক ধুরন্ধর শত্রু আছে। সে শত্রুর নাম শয়তান। তার ধুরন্ধরতার প্রমাণ এই যে, সে মানুষের কাছে আসে বন্ধুর ছদ্মবেশে। সে মানুষের অন্তরে কু-মন্ত্রণা ঢেলে দেয়। এ জন্য তাকে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে হয় না। সে ফাঁদ পাতে। কিন্তু সে ফাঁদের আকার প্রকার মানুষের নজরে পড়ে না। শয়তান মানুষকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে। কিন্তু শয়তানের ফাঁদে পড়া বুদ্ধিভ্রষ্ট মানুষকে নিজেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে ভাবতে থাকে। শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ অবলীলায় তার ভাবনাকে কর্মে রূপ দান করে। আর শয়তান তার কাজকে মোহনীয় রূপে উপস্থাপন করে। তখন মানুষ নিজেকে মনে করে- শোভন, সুশীল। বলা বাহুল্য, মানুষের এ সুশীলতার আবরণ কৃত্রিমতার আচ্ছাদন মাত্র।

কৃত্রিম এ সুশীলতা মানুষের জীবনে কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। বরং অনেক মানুষকে তা বিপথগামী করে ফেলেছে। বিপথগামীতার বিপদ সম্পর্কে যদি মানুষ জানত তাহলে তারা অবশ্যই আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হত। কারণ মানুষ যে কোন অবস্থাতে নিজেকেই ভালবাসতে অভ্যস্ত। নিজের ক্ষতি করা তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পরিহাসের বিষয় এই যে, মানুষ জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই নিজের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ হচ্ছে শত্রু মিত্র চেনার ব্যাপারে মানুষের ব্যর্থতা। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে মানুষ শত্রুর খোঁজ করে মানুষদের মধ্যেই। কোন পশু স্বজাতির মধ্যে শত্রুর তালাশ করে না। যে মানুষ অন্য এক মানুষকে শত্রুজ্ঞান করে অন্য কোন মানুষও তাকে শত্রু মনে করতে পারে। এভাবে শত্রুতার ধারা পর্যায়ক্রমে প্রলম্বিত হতে থাকে। শত্রুতার বলয় যত বিস্তৃত হয় মানুষের আশ্রয়ের স্থান তত সংকুচিত হতে থাকে। এভাবে চলতে গেলে মানুষ এক সময় নিরপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করে। তখন সে নিজের চারিদিকে দেয়াল নির্মাণ করতে থাকে। কিন্তু কখনো এ দেয়াল নিরাপত্তার প্রহরী হয় না, হয় বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। ঘেরাটোপের দেয়ালে বন্দী হয়ে মানুষ অচিরেই একলা হয়ে পড়ে। নিঃসঙ্গ মানুষ কখনো সামাজিক নয়। তাই মানুষে মানুষে শত্রুতা মানে সমাজবিরোধী এক প্রবণতা।

মানুষে মানুষে শত্রু সৃষ্টি একটি শয়তানী আলামত। শয়তান শুধু আদমকে সিজদা করার বিষয়ে আল্লাহর হুকুমকেই অমান্য করেনি সে আদমের সমস্ত মানবিক গুণাবলীকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই শয়তান মানুষের যে কোন সৎগুণকে নষ্ট করে দেয়া নিজের কর্তব্য করে নিয়েছে। এ কর্তব্য পালনে তার বিরতি নেই। মানুষের সকল ইতিবাচকতাকে সে নেতিবাচকতায় রূপান্তর করে দিয়েছে। মানুষ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শয়তানের সহযোগী হয়েছে। এ সহযোগিতায় একদিকে শয়তানের হয়েছে পোয়াবারো আর মানুষের হয়েছে সর্বনাশ। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে শয়তান আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছে। আর বিতাড়িত শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুষ সত্যবিচ্যুত হয়েছে। মানুষের বিচ্যুতি শয়তানের আনন্দের উৎস। শয়তানকে আনন্দিত করে মানুষ কোনদিন নন্দিত হতে পারে না। তাই পবিত্র ক্বোরআনে মানুষকে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের জীবন এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষার উপাদান স্বরূপ। কে ভালো কাজ করে এবং কে করে না মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির মাধ্যমে যাচাই করা হয়।

মানুষকে কর্ম সাধনের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি দেয়া হয়েছে। ফলে মানুষ একাধারে কর্মমুখর ও আলস্যপ্রবণ হতে পারে। কিন্তু তাকে কর্মের অধিকার দেয়া হয়েছে, আলস্যের নয়। কর্মের অধিকার তার আছে কিন্তু অপকর্মের নয়। মানুষ অনেক সময় নিজের অধিকার লঙ্ঘন করে এবং অনেক মানুষ অন্যের অধিকার হরণ করে। লঙ্ঘনকারী ও হরণকারী নিঃসন্দেহে দুষ্কৃতকারী। দুষ্কৃতকারী কখনো সৎ পথের সন্ধান পায় না।

মানুষের যাত্রাপথে শয়তান একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ মানুষের চলার প্রতিটি মোড়ে মোড়ে শয়তান ওঁৎ পেতে থাকে। সে ছুটে আসে উপর ও নিচ থেকে, ডান এবং বাম থেকে। সে ঘুরে বেড়ায় মানুষের প্রতিটি শিরা উপশিরায় রক্তের কণিকার মত। কিভাবে সে এত শক্তিধর রূপে আবির্ভূত হয় ও সদম্ভে বিচরণ করে? তার পক্ষে এটা সম্ভব এ কারণে যে, মহাপ্রভু তাকে অবকাশ দিয়েছেন। তাকে

প্রদত্ত এ অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত। অবকাশ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাকে কোন ক্রমেই নিষ্কৃতি দেননি। মহাপ্রভুর দেয়া অবকাশকে সে নিষ্কৃতি রূপে ধরে নিয়েছে। আল্লাহ্ মানুষকেও অবকাশ দিয়ে থাকেন। অনেক মানুষকে তিনি দীর্ঘ হায়াত দেন। যদি সে ফিরে আসে। ফিরে আসে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে।

প্রলম্বিত হায়াত পেয়ে মানুষ যদি সত্যের অনুশীলনের পরিবর্তে বেপরোয়া কর্ম সম্পাদনে তৎপর হয়ে ওঠে তাহলে সে শুধু সময়েরই অপচয় করে। অপচয়কারী শয়তানের ভাই। সাধারণত ধনসম্পদের অপচয়কে মানুষ অপচয় মনে করে। কিন্তু মানুষ যে বস্তুটি অপচয় করে সবচেয়ে বেশি তার নাম 'সময়'।

অপচিত সময় মানুষের জন্য সবচেয়ে দুর্বহ বোঝা। এ বোঝার ওজন ক্রমশ বর্ধমান। বোঝাবাহী মানুষ অচিরেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ক্লান্ত মানুষ দুর্বহ বোঝা নিয়ে জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পারে না। দীর্ঘ পথ ক্লান্ত পথিক। ভারী বোঝা। নিঃসঙ্গ পরিবেশ। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি মানুষের কাম্য হতে পারে না।

এ ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য ইসলামের প্রয়াস নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্ন। ইসলাম মানুষকে একটি উন্নত ও নৈতিক মানসম্পন্ন জীবন যাপনের কথা বলে। ইসলাম ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের পাশাপাশি সমষ্টির কল্যাণ সাধনের উপর গুরুত্ব দেয়।

মানবতার প্রতি ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে ইনসাফ কায়েম। ইসলামের এ ইনসাফ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বা বর্ণ কেন্দ্রিক নয়। এ ইনসাফ সর্বজনীন ও সর্বস্তরের। ইসলামে কোন গোষ্ঠীবাদ বা বর্ণবাদ নেই। ইসলাম এ কথা অতি জোর দিয়েই ঘোষণা করছে যে, সমগ্র মানবজাতি একই জাতি। কারণ একটি মাত্র আদি মানব ও মানবী থেকেই সকল মানুষের সৃষ্টি। ইসলাম মানবজাতিকে সম্বোধন করেছে 'বনী আদম' রূপে। অর্থাৎ আদমের বংশধর। সুতরাং সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে ছোট বড় কেউ নেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের কর্ম। যে মানুষ যত সৎকর্মশীল সে মানুষ তত মর্যাদাবান। যে মানুষ চরিত্রে যত উন্নত সে মানুষ তত বেশি মর্যাদাশীল। ইসলাম অন্য আরেকভাবে মানুষের শ্রেণী ভাগ করেছে। একদল ঈমান বা বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে। অন্য একদল প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু ঈমান গ্রহণকারী কিংবা প্রত্যানখ্যানকারী সবাই একই আল্লাহর বান্দা। প্রত্যাখ্যান কারীদের স্বতন্ত্র কোন স্রষ্টা নেই। অতএব আল্লাহর বান্দা হিসেবে প্রতিটি মানুষই যুক্তিসিদ্ধ নির্ধারিত ইনসাফ পাওয়ার অধিকারী। শয়তান মানবজাতির মধ্যে নিকৃষ্টতম যে বদ স্বভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তা হচ্ছে 'ইনসাফের ধারণা থেকে বিচ্যুতি।'

'আইনের শাসন' নামে এক বাগধারা বর্তমান বিশ্বময় চালু আছে। এই 'আইন শাসন' মূলত প্রবলের রক্ষাকবচ ও দুর্বলের 'নিগ্রহযন্ত্রে' পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্যের বহু মনীষীও এই ধারণার তীব্র সমালোচক। সিসারো বলেন, "আইনের শক্তিমানের রক্ষাব্যুহ মাত্র।" বিশ্বে শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশ খেয়াল খুশী ও রাজনৈতিক স্বার্থের নিরিখে তথাকথিত 'আইন' প্রণয়ন করে এবং ঐসব 'আইনের শাসনের' নামে পৃথিবীতে জুলুম ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

কিন্তু বিপরীতে ইসলামের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক। এ ইনসাফ বাদী বা বিবাদী কারো প্রতি পক্ষপাত করে না। তার যদি কোন পক্ষপাত থাকে তা হচ্ছে ন্যায় ও সত্যের প্রতি। আজকের দিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থায় গোষ্ঠীগত ও রাজনৈতিক পক্ষপাত সুস্পষ্ট। আইন প্রয়োগ করা হয় প্রতিপক্ষকে নিগৃহীত করার কাজে। এর বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র প্রতিবাদও উঠেছে। কবির ভাষায়, "বিচারের বাণী কাঁদে নীরবে নিভৃতে।" আইনের নামে এ শাসনকে ইনসাফ বা আদল বলা চলে না।

আজ সারা পৃথিবীতে গণহারে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। নির্বিকরভাবে চলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর বলা হচ্ছে, 'আমরা করছি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই।' অথচ সন্ত্রাসের সর্বজনগ্রাহ্য কোন সুনির্দিষ্ট 'সংজ্ঞা' এ পর্যন্ত তারা দিতে পারেনি। গত শতাব্দীতে এমনও দেখা গেছে এককালে সন্ত্রাসী হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিশ্বশান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। আইন সন্ত্রাস প্রভৃতির ছদ্মাবরণে চলছে বিশ্ব রাজনীতির খেলা। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, নৈতিক অবক্ষয় জুলুমের প্রসার ও ইনসাফের অনুপস্থিতি যে 'সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টির' মূল কারণ এ কথা আজ পশ্চিমের শীর্ষস্থানীয় মনীষী নোয়াম চমস্কি স্পষ্টভাবে প্রায় বলেছেন। ইসলাম মানুষকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে। কোন নামে কোন প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাসকে প্রশয় দেয় না, জুলুমকে প্রতিহত করে ও ইনসাফকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ইনসাফভিত্তিক সমাজই আমাদের কাম্য। কারণ একটি ইনসাফ ভিত্তিক সমাজেই কেবল মানুষ বাঁচতে পারে মানুষ হিসেবে। ইনসাফ যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় সন্ত্রাস প্রস্থান করতে বাধ্য।